দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

SEP 09 2002

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিতিশীলতা—প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে জোট সরকার উদ্বিগ্ন। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে কঠোর ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রবিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে তাঁর ক্ষোভের কথা প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

'শিক্ষায় ত্রুটি অবহেলা সহ্য করা হবে না'

বাংলাদেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, ২০১৫ সাল নাগাদ সবার জন্য

(৭- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তা নিয়ে এখনও কেবল পর্যালোচনাই চলছে। এ অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক রবিবার জনকণ্ঠের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সুশীল সমাজকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষায় ত্রুটি অবহেলা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে তার সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আমি আশা করছি, আমাদের সরকারের বর্তমান মেয়াদের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করতে আমরা সক্ষম হব। রবিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। খবর বাসস'র।

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে তাঁর সরকারের লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে বেগম জিয়া বলেন, 'পর্যায়ক্রমে সব জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের এই আন্দোলন নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অন্দোলন, সত্যিকার অর্থে এই আন্দোলন বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের সুখী-সমৃদ্ধ জীবন গড়ার আন্দোলন।' শিক্ষাকে জাতীয় ইস্যু হিসাবে অভিহিত করে বেগম জিয়া শিক্ষা প্রসারে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, প্রতিটি রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি ও সংগঠনের কর্মসূচীতে শিক্ষাকে সবকিছুর শীর্ষে স্থান দিতে হবে। বেগম জিয়া বলেন, 'অনেক ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু শিক্ষা সম্প্রসারণের বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে না।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, সুন্দর সুন্দর কর্মসূচী, স্কুলগৃহ নির্মাণ ও শিক্ষক নিয়োগই শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ম, অপব্যবহার ও অপচয় রোধ করতে হবে। জনগণকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, প্রতিটি পর্যায়ে তদারকি ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে এবং জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা একটি জাতীয় ইস্যু। এই জাতীয় ইস্যুতে কোন ধরনের ত্রুটি ও অবহেলা দেখানোর সুযোগ নেই।

বেগম জিয়া বলেন, দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা, সাক্ষর করা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, যত কঠিনই হোক না কেন– আমাদের এই দুরূহ, কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। একটি আত্মমর্যাদাশীল, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে এর বিকল্প নেই। শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব অধ্যাপক তাহমিনা হোসেন, ইউনেস্কো কান্ট্রি প্রতিনিধি উলফগ্যাং ভলমল এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ফজলুর রহমানও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। মন্ত্রীবর্গ, এমপিগণ, কূটনীতিক ও শিক্ষকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিতিশীলতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জোট সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। প্রায় প্রতিদিন ঘটছে খুনের ঘটনা। আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে